372

ভোরের কাগজ

তারিখ ...MAR. 25.1999 ... ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ .....

কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্যে দিশাহারা

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই ছাত্রছাত্রীরা এখন কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা, কোচিং না করলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষই নিম্নবিত্ত। এসব কোচিং-এর জন্য বিরাট অঙ্কের ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই এর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। স্কুল-কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুসংখ্যক লোক প্রসপেক্টাস বিলি করে। এরূপ ব্যাপক প্রচারণায় ছাত্রছাত্রী সহজেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়।

যে যতো বেশি পড়ে সে ততো বেশি শিখতে পারে— এ কথার প্রতি বিশ্বাস রেখেই আমরা বলতে পারি কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছুই শিখতে পারে, যা জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল এসব কোচিং সেন্টারের নামেও শুরু হয়েছে প্রতারণা। ১৯ মার্চ ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ শহরের এক সাইনবোর্ডসর্বস্ব কোচিং সেন্টারের কথা। প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ভর্তির নামে দেড় লাখ টাকা নিয়ে ভুয়া কর্মকর্তারা উধাও হয়ে গেছে। সেখানেও যথারীতি প্রসপেক্টাস বিলি করে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় তাদের শাখা আছে বলে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে কোচিং সেন্টারের নামে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক বিরাট অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আইনের শিথিলতার জন্যই এ রকম ব্যবসাসর্বস্ব কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব অবৈধ ব্যবসাসর্বস্ব কোচিং সেন্টার বন্ধ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আশা করছি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

জবা রাণী নাথ
শিক্ষার্থী
চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।